DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 14 Sep 2026, 02:32 PM

রাজনীতি

মির্জা ফখরুল রাষ্ট্রপতি, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের সামনে কী চ্যালেঞ্জ

প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM

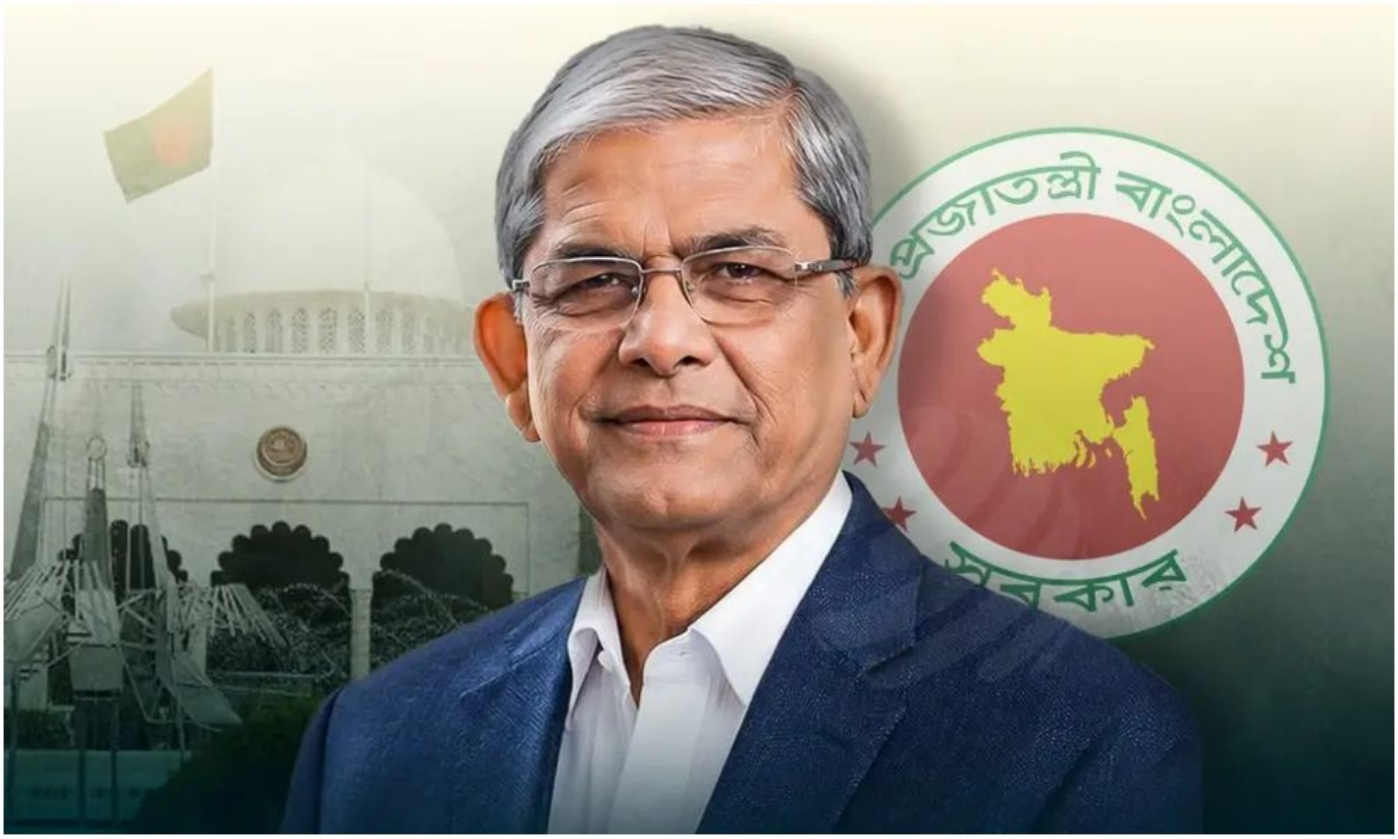

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন পদত্যাগের পর নতুন রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশে যেমন আলোচনা ছিল, তেমনি নজর ছিল ভারত ও দেশটির সংবাদমাধ্যমের।

ভারতের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস মির্জা ফখরুলের রাষ্ট্রপতি হওয়াকে বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে দেখেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ঘটনা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য ভালো খবর নয়। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার আমলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়া মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত মাসে পদত্যাগ করেন। এর ফলে শেখ হাসিনা তাঁর একজন বিশ্বস্ত মিত্রকে হারিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে বিএনপির আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসন ও সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের অভিযোগে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। গণঅভ্যুত্থানের পর তাঁর দলকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ফখরুলের অবস্থান

মির্জা ফখরুলের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, অতীতে ভারতের বিষয়ে ফখরুল কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

তবে একই সঙ্গে তিনি দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রতিবেদনে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের একটি ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে। ওই সময় লন্ডনে বিএনপির একটি জনসভায় মির্জা ফখরুল ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বাংলাদেশি মিশনের বাইরে ভারতীয়দের বিক্ষোভ নিয়েও তিনি কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল শেখ হাসিনার প্রতি ভারতের সমর্থন রয়েছে এমন অভিযোগও করেছেন বলে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গঙ্গা চুক্তিও আলোচনায়

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৯৬ সালে হওয়া এই চুক্তির মেয়াদ চলতি বছর শেষ হওয়ার কথা।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গঙ্গা চুক্তি নিয়ে মির্জা ফখরুলের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, এই চুক্তির ওপর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের একটি বড় অংশ নির্ভর করবে।

বাংলাদেশের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে ভারত সরকারকে চুক্তিটি কার্যকর করার কথাও বলেছেন তিনি।

ফলে মির্জা ফখরুল রাষ্ট্রপতি হওয়াকে ভারত কীভাবে দেখছে, তা নিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, গঙ্গার পানি বণ্টন এবং শেখ হাসিনাকে ঘিরে দুই দেশের অবস্থান এসব বিষয় সামনে এসেছে।

এ বিভাগের আরও খবর

আসিফ নজরুলের গ্রেপ্তার চাইলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে গ্রেপ্তার কর...

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে: রিজভী

নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে তাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাইকে একসঙ্গ...

ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে ১০১ চুক্তি পর্যালোচনা, সবার আগে বাংলাদেশ: চিফ হুইপ

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শাসনামলে ভারতের সঙ্গে হওয়া ১০১টি চুক্তি পর্যালোচনা করছে বর্তমান সরকার। এসব চুক্তির বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ব...

কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ যেন আঘাত না পায়: হুইপ নিজান

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানাকে ইঙ্গিত করে জাতীয় সংসদের হুইপ এ. বি. এম. আশরাফ উদ্দিন নিজান বলেছেন, সংসদে কথা বলার সময় এমনভাবে বক্তব্য দ...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/politics/mirja-fkhrul-rashtrpti-bharter-sngge-smprker-samne-ki-chjalenj